ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শহিদ-কৃতির দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই সিনেমা মুক্তি পেয়েছে
পৃঃ ৫

এবার ইনজুরিতে শ্রেয়াস আইয়ার
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৪৪ ● কলকাতা ● ০১ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সুকান্তর অভিযান ঘিরে

রণক্ষেত্র বসিরহাটে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি নিয়ে উত্তপ্ত গোটা রাজ্য। একদিন সন্দেশখালির ১৪৪ ধারা জারি করার নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অন্যদিকে বিজেপির সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বরিসহাটের পুলিশ সুপারের অফিস অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে গোটা এলাকা। দিন কয়েক ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে সন্দেশখালি।গত কয়েক দিন ধরেই উত্তপ্ত সন্দেশখালি। শাহজাহানের অনুগামীদের তাণ্ডবের কারণে প্রতিবাদে সরব হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা উত্তম-সহ আরও অনেকেরই গ্রেফতারের দাবিও জানিয়েছে। তবে পার্থ ভৌমিক জানিয়েছেন, তাদের দলীয় রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই উত্তমকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। একার মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, শেখ

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ "স্বরস্বতী পূজা" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

বিনামূল্যে ৩০০ ইউনিট সৌরবিদ্যুৎ,

প্রকল্পের সূচনা মোদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণা হয়েছিল আগেই। সংসদে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে সেই প্রস্তাব দেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে এবার সেই প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । প্রকল্পের নাম রাখা হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর: মুফ্ত বিজলি যোজনা'।সৌরশক্তির ব্যবহারে দেশের সমস্ত গ্রাহক, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে আর্জি জানিয়েছেন মোদি। সৌরশক্তির ব্যবহার এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। গত ১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় অন্তর্বর্তী বাজেটে এই ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। সংসদে সরকার জানায়, দেশের ১ কোটি পরিবারকে সৌরশক্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে এগোচ্ছে তারা। এর জন্য ছাদে সোলার প্যানেল বসানো হবে। সেখান থেকেই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। একে বছরে ১৫০০০ থেকে ১৮০০০ টাকা সাশ্রয় হবে বলে জানিয়েছিলেন নির্মলা। কারণ ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত সৌরবিদ্যুৎ বিনামূল্যেই ব্যবহার করতে পারবেন তাঁরা। পাশাপাশি, নিজেদের চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রিও করতে পারবেন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার কাছে।এই প্রকল্পের আওতায়

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা ভোটের দামামা!

প্রস্তুতির জন্য জেলায় কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ নবান্নের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইতিমধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে রাজ্যে। মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তার আগেই এবার বিভিন্ন জেলায় জেলায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলির সার্বিক পরিস্থিতি কী সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এবার সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে জেলায় জেলায় অর্থ বরাদ্দ করল নবান্ন।চলতি সপ্তাহেই বিভিন্ন জেলার ইলেকশন অফিসারদের নিয়ে বৈঠক বসতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। ১৭ দফা এজেন্ডা নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। তার আগেই নির্বাচন প্রস্তুতির জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করল নবান্ন বিভিন্ন জেলায় জেলায়।ইতিমধ্যেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর বিভিন্ন জেলাগুলিকে অর্থ বরাদ্দের কথা জানিয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর মোট ১১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে জেলাগুলির জন্য মূলত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র গুলির পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য। তবে, কাজ হয়ে যাওয়া সঙ্গে সঙ্গে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে বলেও জারি করা হয়েছে নির্দেশিকায়। নবান্ন সূত্রে খবর, এই ১১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৪ টি ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের

এরপর ৩ পাতায়

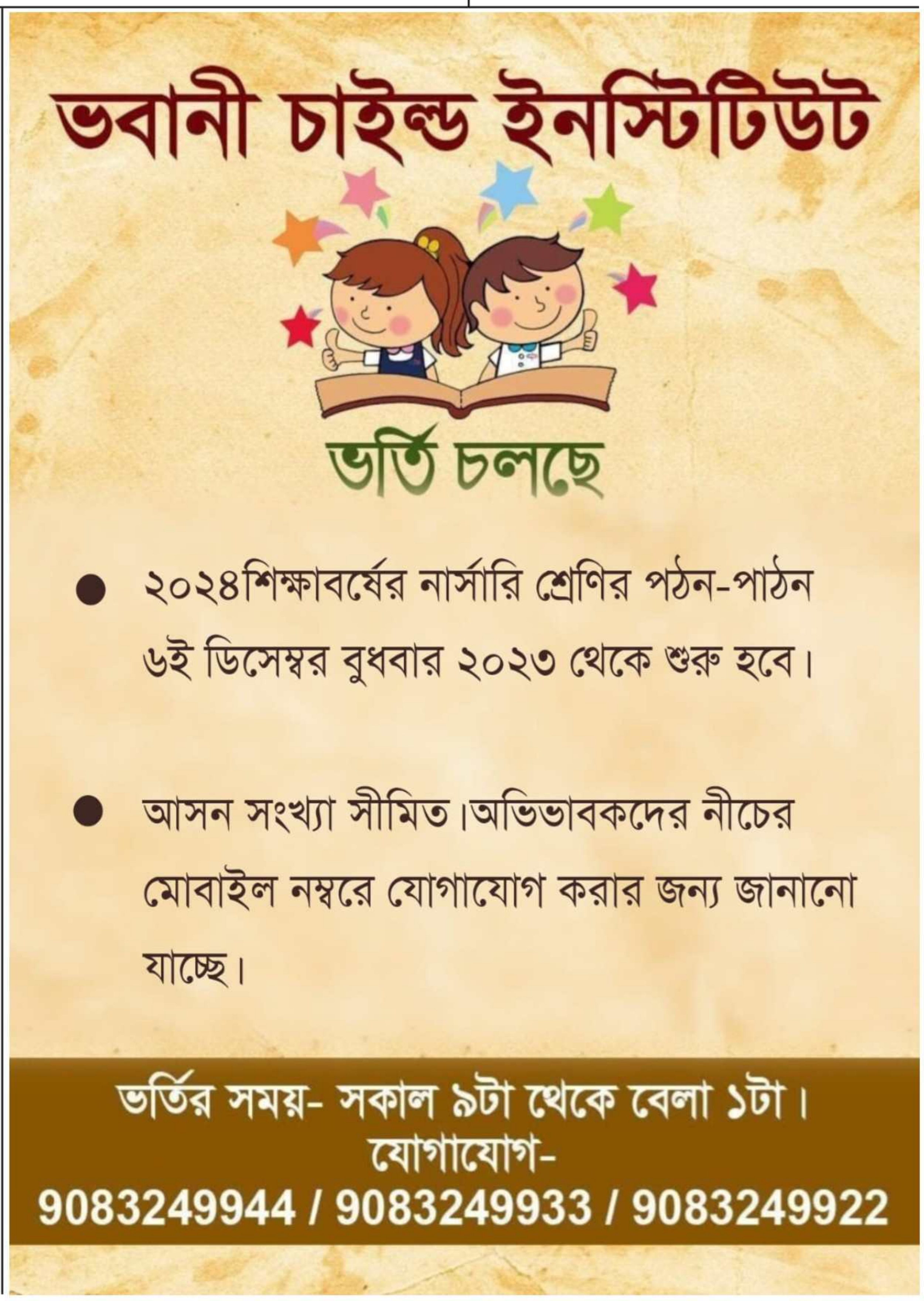

ভারত ক্ষত্রিয় সমাজের বিশেষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহন

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : ভারত ক্ষত্রিয় সমাজ মহানগর কলকাতার ভবানীপুরে মডার্ন স্কুলের বিশেষ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজের সহ-সভাপতি এবং ২৪ পরগনার তৃণমূল হিন্দি সেলের সভাপতি এবং মহেশতলা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন্দ্র সিং উপরোক্ত তথ্য জানান। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, স্থানীয় কাউন্সিলর পাপিয়া সিং সহ ভারত ক্ষত্রিয় সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অরবিন্দ সিং, ট্রাস্টের সভাপতি রাজগিরি সিং, সেক্রেটারি মনোজ সিং, যুব সভাপতি ধর্মেন্দ্র সিং এবং যুব সহ-সভাপতি সুজিত সিং এবং অন্যান্য আধিকারিকরা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ইডি ঢুকতেই মোবাইল ছুড়ে ফেললেন ব্যবসায়ী, মনে করালেন জীবনকৃষ্ণকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনুপ্রেরণা কি জীবনকৃষ্ণ সাহা? মুর্শিদাবাদের বড়ঞার এই তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে সিবিআই যাওয়ার পর তথ্যপ্রমাণ লোপাটে এঁদো পুকুরে মোবাইল ফোন ছুড়ে ফেলেছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে ইডি পৌঁছতে সেই ঘটনারই ছায়া দেখা গেল বাগুইআটির ব্যবসায়ীর বাড়িতেও। সূত্রের খবর, ইডি বাড়িতে কড়া নাড়তেই সাততলা থেকে মোবাইল ফোন দু'টি ছুড়ে ফেলে দেন ওই ব্যবসায়ী।একটি মোবাইলের ব্যাক কভারে আবার ৫০০ টাকার একটি নোটও রাখা ছিল বলে খবর। মোবাইল ফোন দু'টিই ইডি বাজেয়াপ্ত করেছে বলে সূত্রের দাবি। সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমন কী ছিল এই মোবাইল ফোনে, যার জন্য তা অন্যের বাড়িতে ছুড়ে ফেলা হয় তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গত এপ্রিলে তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে সিবিআই গিয়েছিল। তদন্তকারীদের সামনেই তিনি আচমকা তাঁর মোবাইল ফোন দু'টি পাঁচিলের উপর থেকে পুকুরে ফেলে দেন। সেই মোবাইল উদ্ধার করতে পুকুর ছেঁচতে হয় তদন্তকারী সংস্থাকে। সে এক কাণ্ড দেখেছিল বাংলা। তবে এবার পুকুর নয় বলে রক্ষা!এদিন সকাল থেকে রেশন দুর্নীতি মামলায় বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। বাগুইআটির এক ব্যবসায়ী হানিস তসরিওয়ালের বিলাসবহুল বাড়িতেও এদিন ইডির ৮ সদস্যর একটি টিম পৌঁছয়। অভিযোগ, তাঁদের দেখেই সাততলা থেকে মোবাইল ফোন দু'টি ছুড়ে ফেলে দেন ব্যবসায়ী। যা গিয়ে পড়ে পাশের বাড়িতে।

রাজ্যজুড়ে আইন অমান্য, বিক্ষোভে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুররা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেগার বকেয়া মজুরি, ফসলের দাম, যুবকদের কাজের মতো দাবিতে রাস্তায় নামলেন শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুররা। জেলায় জেলায় জেলশাসকদের দপ্তর অভিযান এবং আইন অমান্য হয়েছে। বহরমপুরে আইন অমান্যে অংশ নেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।অন্যদিকে এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরে বামপন্থী কৃষক, শ্রমিক ও খেতমজুর সংগঠনের আইন অমান্য ও এসডিও অফিস অভিযান সংঘটিত হয়। এই কর্মসূচিতে বিক্ষোভ চলাকালীন হামলা চালায় পুলিশ, পাল্টা প্রতিরোধ করেন কমরেডরা। এদিন পুলিশ ভূমিকা নেয় তৃণমূলের লেঠেল বাহিনীর মতো। বপরোয়া লাঠিচার্জ, ইঁট ছোঁড়ার অভিযোগও ওঠে এদিন। আটক করা হয় জামাল হোসেন এবং সন্দীপন দাসকে।এদিন বিভিন্ন জায়গায় মিছিলে দাবি উঠেছে খেতমজুর আন্দোলনের

এরপর ৩ পাতায়

সরস্বতী পূজা বারোয়ারি কমিটিগুলোকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হল নবদ্বীপ থানায় সমন্বয় সভা

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : রাত শেষ হলেই সরস্বতী পূজার আরাধনা। ঠিক একদিনের মাথায় ১৬ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সরস্বতী পুজোয় শব্দ নিয়ন্ত্রণ রেখেই পুজো করতে হবে এইরকমই বার্তা দেওয়া হল রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে।১৩ই ফেব্রুয়ারি আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল নবদ্বীপ পুলিশ প্রশাসন ও বিভিন্ন বারোয়ারীসহ সরস্বতী পূজা কমিটি গুলিকে নিয়ে সমন্বয় সভা। আজ সকাল এগারোটা নাগাদ নবদ্বীপ পুলিশ থানার সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এইসভা থেকে নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্র ছাত্রীদের কথা ভেবে উপস্থিত বিভিন্ন পূজা কমিটি গুলির উদ্দেশ্যে কিছু সরকারি বিধি নিষেধ ব্যাখ্যা করেন,সেইসঙ্গে পূজা কমিটির গুলির কাছে অনুরোধ করেন ,যেন তারা সরকারি বিধি নিষেধ মেনে সুষ্ঠ ভাবে সরস্বতী পূজা করেন।

এবিষয়ে আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি অনুরোধ করে বলেন মাইক যেন শব্দ বিধি মেনে বাজানো হয়। রাত দশটার মধ্যে মাইক বন্ধ করতেই হবে। অল্প সাউন্ড সিস্টেম বক্স মন্ডপের ভেতরে বাজাতে হবে। মাইক নিয়ে তাসা বা ডিজে বাজানো যাবে না। পুজোর পরের দিন শোভাযাত্রা বের করা যাবে না। বৃহস্পতিবার এরমধ্যে সকল প্রতিমা বিসর্জন দিতে হবে। যদি কোন বারওয়ারি নিয়মের বাইরে যান আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে সিভিক পুলিশের মাধ্যমে প্রতিটি বারোয়ারির কাছে বিষয়টি জানানো হয়, বাজনা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে পূজা করতে হবে। নবদ্বীপের উত্তরাঞ্চল প্রাচীন মায়াপুর এলাকায় সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে বৃহৎ আকারে মেলা বসে এবং তিন চার দিন ব্যাপী এই মেলা থাকে সেই পূজা কমিটিগুলোকে সতর্ক করলেন আইসি জলেশ্বর তেওয়ারি। প্রতিটি বারোয়ারি সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন নবদ্বীপ থানাকে।

পরিশীলিত শৈলী অত্যাশ্চর্য টুকরা তৈরি করে: ম্যান অফ প্লাটিনামের ২০২৪এর লুকবুক

কলকাতা, ১২ জানুয়ারী, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : নতুন বছরে কাজে কে না যেতে চাইবে, সেটাও একটা স্টাইল স্টেটমেন্টের সাথে, তাই পুরুষদের জন্য তাদের স্টাইলকে আরও বেশি দর্শনীয় করে অন্যদের আকৃষ্ট করার জন্য এর চেয়ে ভাল সময় আর হতে পারে না। বছরের প্রথম ছুটি হোক না কেন, কর্পোরেট ইভেন্ট হোক বা বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে মিলিত হোক, এই নতুন প্রবণতাগুলি আপনার চেহারাকে আরও উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেয় ▯ ২০২৪ সালে পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা গহনা সংগ্রহটি অত্যন্ত পরিশীলিত প্ল্যাটিনাম গহনার স্টাইলে মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ধারণ করে, যা আপনাকে ভিড় থেকে আলাদা করে তোলে এবং আপনার চেহারাকে আরও অনন্য করে তোলে। তাই এই নববর্ষে, আপনার গহনাগুলিকে সেই জাদুকরী স্পর্শ দিন যাতে আপনি আপনার পেশাদার এবং ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ অনুভব করেন।

ম্যান অফ প্লাটিনাম তার নতুন সংগ্রহে নেকওয়্যার, রিস্টওয়্যার এবং রিং এর বিস্তৃত পরিসর নিয়ে এসেছে। পুরুষদের জন্য যেগুলো বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে বৈশ্বিক প্রবণতা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে। ৯৫% খাঁটি এবং বিরল প্ল্যাটিনাম থেকে তৈরি, প্রতিটি ডিজাইন বিভিন্ন ধরণের পোশাকের সাথে পরিধান করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন উপায়ে স্টাইল করা যেতে পারে।

এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, পিজিআই ইন্ডিয়ার বিজনেস ডিরেক্টর পল্লবী শর্মা বলেন, “২০২৪ সালে, পুরুষদের গহনার প্রবণতা আবার ও দেখা যাচ্ছে যা ঐতিহ্যগত সীমানা থেকে একটু দূরে। এটি শুধুমাত্র একটি সাধারণ বিবাহের ব্যান্ড বা ঘড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। আমরা বহুমুখী জিনিসের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করছি যা ব্যক্তিত্বকে আলিঙ্গন করে। পুরুষরা যেমন গহনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পছন্দ করে, তাই তারা ফ্লেক্সি বা সেমি-ফ্লেক্সি ডিজাইন সমন্বিত উদার স্ট্যাকার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। একটি সিঙ্গেল সিগনেট চার্ম দিয়ে সজ্জিত গোলাকার কব্জির গহনার প্রতিও মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এই বছরটি বিশদ বিবরণ দিয়ে সজ্জিত অনায়াস কমনীয়তার মিশ্রণের একটি উদযাপন। এটি গহনা তৈরি করে যা আপনার ব্যক্তিত্বকে পরিপূরক করে এবং আপনাকে সংজ্ঞায়িত করে।"

২০২৪ সালে আপনার পোশাকে এই অনন্য টুকরা যোগ করতে এই ট্রেন্ডগুলি বুকমার্ক করুন:

ব্যক্তিত্ব-অনুপ্রাণিত টুকরা যা আপনার মূল একটি উপাদান বহন করে ২০২৪ সালটি সাহসী এবং পরিশীলিত উভয়ই দেখার সময়। অন্যের কথা চিন্তা না করে নতুন কিছু করার সময় এসেছে। নকশাগুলি, যা সাধারণত পুরুষালি অবতারের দিকে তৈরি, আরও নৈমিত্তিক টুইস্ট এবং নতুন নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত করা হয়েছে। আপনি একটি স্টেটমেন্ট রিং দিয়ে একটি সাহসী বিবৃতি দিতে চান বা প্ল্যাটিনামের সাথে একটি ন্যূনতম ভাব তৈরি করতে চান না কেন, ২০২৪ সালটি হল আপনার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব দেখানো এবং প্রতিদিন একটি তাজা মেজাজের সাথে প্রফুল্ল হওয়া। ম্যান অফ প্ল্যাটিনামের নতুন সংগ্রহটি বিস্তৃত অনন্য টুকরো অফার করে যা চিত্তাকর্ষক ডিজাইন এবং অলঙ্করণের প্রতীক। বৈশ্বিক প্রবণতা দ্বারা অনুপ্রাণিত, সূক্ষ্ম কাজ হল প্রধান ফোকাস পয়েন্ট।

কমনীয় বিস্তারিত কাজ প্রত্যেকের প্রিয়:

ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বিশদে মনোযোগের দাবি করে চলেছে, যা এখন পুরুষদের গহনা পর্যন্ত প্রসারিত। জ্যামিতিক আকার এবং জটিল নকশার ব্যবহার অনায়াসে সরলতা এবং পরিশীলিত কমনীয়তা বিকিরণ করে। ২০২৪ সালে, মিনিমালিস্ট দুল, মসৃণ কাফ ব্রেসলেট এবং আড়ম্বরপূর্ণ সিগনেট রিং নিশ্চিতভাবে রানওয়েতে

আই সিএ আই ২০২৪ - ২৫ বছরের জন্য তার নতুন মশালবাহক নির্বাচন করলো

সিএ রঞ্জিত কুমার আগরওয়াল
প্রেসিডেন্ট আই সিএ আই (২০২৪ - ২৫)

সিএ চরনজোত সিং নন্দা
ভাইস-প্রেসিডেন্ট আই সিএ আই (২০২৪ - ২৫)

Kolkata,12, February, 2024: নিউজ সারাদিন : ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়ার কাউন্সিল সাল ২০২৪ - ২৫ মেয়াদের জন্য তার নতুন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করলো। সিএ রঞ্জিত কুমার আগরওয়াল আই সিএ আই-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং সিএ চরনজোত সিং নন্দা আই সিএ আই-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

১-ম পাতার পর

বিনামূল্যে ৩০০ ইউনিট সৌরবিদ্যুত, প্রকল্পের সূচনা মোদির

সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঘরে ঘরে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করবে কেন্দ্র। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই প্রকল্পের সূচনা করেন মোদি। তিনি লেখেন, 'দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণে -র সূচনা করলাম আমরা এই প্রকল্পে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে, যাতে ১ কোটি বাড়িতে আলো জ্বালানো যায়, প্রতি মাসে বিনামূল্যে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যায়'।

এই প্রকল্পের আওতায় বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসানো হবে। সেখান থেকেই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে ঘরে ঘরে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তৃণমূলস্তর পর্যন্ত এই প্রকল্প পৌঁছে দিতে হবে। নিজ নিজ এলাকায় ছাদের উপর এই সোলার প্যানেল বসানোর দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের, সে পৌরসভা হোক বা পঞ্চায়েত। মানুষকে এতে যত উৎসাহিত করতে পারবে স্থানীয় প্রশাসন, সেই নিরিখে ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে তাদের। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে কর্মসংস্থান হবে যেমন, বিদ্যুতের বিল বাবদ খরচ সাশ্রয় হবে এবং আয়ও বাড়বে বলে জানিয়েছেন মোদি।

১-ম পাতার পর

লোকসভা ভোটের দামামা! প্রস্তুতির জন্য জেলায় কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ নবান্নের!

তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।নবান্ন সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার জেলাকে ১৪লক্ষ ৫০ হাজার, বাঁকুড়াকে ১৯ লক্ষ ১০ হাজার, বীরভূম জেলাকে ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার, কোচবিহারকে ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার, দক্ষিণ দিনাজপুরকে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি মিলিয়ে ২৬ লক্ষ ৩০ হাজার, হুগলি জেলাকে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার, হাওড়া জেলাকে ১ কোটি ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার, জলপাইগুড়ি জেলাকে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ,ঝাড়গ্রাম জেলাকে ২ লক্ষ ৭ হাজার, কালিংপং জেলাকে ১০ লক্ষ ৩০ হাজার, উত্তর কলকাতা কে ৮৮ লক্ষ ২০ হাজার, দক্ষিণ কলকাতাতে ৪৯ লক্ষ ১০ হাজার, মালদা জেলাকে ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার,মুর্শিদাবাদ জেলাকে ৪৫ লক্ষ ৮৫ হাজার, নদীয়া জেলাকে ৫১ লক্ষ ৭৫ হাজার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭ হাজার, পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে ৫০ লক্ষ ৬৫ হাজার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে ৩১ লক্ষ,পূর্ব বর্ধমান জেলাকে ৩০ লক্ষ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে ৩০ লক্ষ ৩৫ হাজার, পুরুলিয়া জেলাকে ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাকে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৫ হাজার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাকে ৭৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

সুকান্তর অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র বসিরহাটে

শাহজাহানের বিরুদ্ধে এজাতীয় কোনও অভিযোগ ওঠেনি। আর সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা বাতিলের নির্দেশ

সন্দেশখালিতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। তার বিরোধিতা করে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা খারিজ করে দিয়েছেন। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এক্ষেত্রে উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়নি। তাই ১৪৪ ধারা খারিজ করা হয়েছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে ওই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করতে হবে।

সুকান্ত মজুমদারের অভিযান বিজেপির অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র বসিরহার। এদিন দলের রাজ্যসভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বসিরহাটের পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও কর্মসূচি ছিল। যদিও অভিযানের আগেই পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে দেয়। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করেই এগিয়ে যেতে থাকে বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির অভিযোগ ব্যারিকেড ভাঙলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে বলেও অভিযোগ। মঙ্গলবারই পুলিশ সুপারের দফতর অভিযান কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। সড়কপথে বসিরহাট যাওয়ার চেষ্টা করেন সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু রাস্তাতেই তাঁকে আটকে দেয়ে পুলিশ। এদিন ট্রেনে করেই বসিরহাট যান সুকান্ত সহ বিজেপি নেকাা। বসিরহাট স্টেশন থেকে বাইকে করে বসিরহাট পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে হাজির হন তাঁরা। তারপরই শুরু হয় বিক্ষোভ কর্মসূচি।

২ পাতার পর

রাজ্যজুড়ে আইন অমান্য, বিক্ষোভে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুররা

নেতা এবং সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারের মুক্তিরও। পশ্চিম মেদিনীপুরে মিছিলের ওপর হামলা চালায় পুলিশ। কিন্তু মিছিলকে দমিয়ে রাখা যায়নি। বেকারদের কাজ, শ্রমকোড ও স্মার্ট মিটার সহ বিদ্যুত বিল বাতিল , কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম , রেগার বকেয়া মজুরি পরিশোধ , অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ, দেশের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সহ জীবন জীবিকা রক্ষার দাবিতে ও সমস্ত রকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে জেলা শাসকের দপ্তর অভিযান ও আইন অমান্য কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল কৃষক শ্রমিক খেতমজুরদের একগুচ্ছ সংগঠন।

আইন অমান্য এবং মিছিল হয়েছে উলুবেড়িয়া, আসানসোল, মালদহের মতো একের পর এক এলাকায়।

শ্রীসমীরেশ্বর উদ্‌ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসবে সম্মানিত হলেন

দৈনিক পত্রিকার নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল ২১তম শ্রীসমীরেশ্বর উদ্‌ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসব । আসাম, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং বিদেশের শ্রীলঙ্কা থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন ধ্রুপদী সংগীত এবং নৃত্যের শিল্পীরা । কলকাতা বিমানবন্দরের পাশে নিউ ব্যারাকপুরে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের আয়োজন প্রতি বছরই ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিকালের অস্তমিত সূর্যশোভায় সংগীত শুরু হল কর্ণাটকের কৃষদ্ধ মুখেদকরের কণ্ঠে। শিল্পী প্রথমেই রাগশ্রীতে মধ্যলয়ে ঝাপতালে বন্দিশ ধরলেন--- 'হরি কী চরণ কমল নিশদিন সুমার রে'। এরপর ছোট'খেয়াল 'চরণ রি মাই রামসিয়া দর্শন কো'। রাগ ভাটিয়ারে গুরু পণ্ডিত নরিসিংহালু ভাদাভাটিজীর লেখা একতালে আরেকটি খেয়াল ---মাতা মহাকালী ছিল কৃষদ্ধর কণ্ঠে অনবদ্য। শিল্পী শেষ করলেন দাদরায় নিজের গুরুমা পদ্মবিভূষণ গিরিজাদেবীর লেখা--- 'দিওয়ানা কিয়া শ্যাম' গেয়ে। প্রথমেই শ্রোতৃবৃন্দের মন জয় করে নিলেন তরুণ কৃষদ্ধ মুখেদকর। এরপর মঞ্চে উঠলেন গিরিজাদেবী আরেক কৃতি ছাত্রী ত্রিপুরার শক্তি চক্রবর্তী। শক্তিদেবী শুরু করলেন মিশ্র খাম্বাজের ঠুম্রি দিয়ে। এবছর দ্য ইন্টারন্যাশনাল প্রেস, আত্মাশুদ্ধি ও সারাদিন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে একক প্রচেষ্টায় তিনটি পত্রিকা চালানোর উদ্দেশ্যে অ্যাওয়ার্ড পেলেন শ্রীসমীরেশ্বর উদ্‌ঘাটন নামে সম্মানিত। এনিয়ে সম্পাদক জাতীয় স্তর ও রাজ্যস্তরের বহু সম্মানের সম্মানিত হয়েছে বহু লেখালেখি কর্মকাণ্ড সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে। এদিন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তিকেও উদ্‌ঘাটন সম্মান প্রদান করা হয়।

কলকাতার উপর দিয়েও ছুটবে বুলেট ট্রেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অসাধারণ দেখতে নীল-সাদা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ইতিমধ্যে দেশবাসীর মন জয় করে নিয়েছে। এবার আসতে চলেছে দ্রুত গতির বুলেট ট্রেন। কেবল মুম্বই-আহমেদাবাদ রুটে নয়, কলকাতাতেও ছুটবে বিশ্বমানের প্রযুক্তিতে নির্মিত এই ট্রেন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ইতিমধ্যে বুলেট ট্রেনের জন্য ৩টি গোল্ডেন রুটের রূপরেখা স্থির করেছেন।প্রাথমিকভাবে মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন চালু হলেও আরও ৩টি গোল্ডেন রুটের রূপরেখা স্থির করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই তিনটি রুটের মধ্যে রয়েছে, ১,৪৭৪ কিমি দীর্ঘ দিল্লি-কলকাতা, ১,৪০২ কিমি দীর্ঘ দিল্লি-মুম্বই এবং ১,৩১৭ কিমি দীর্ঘ মুম্বই-চেন্নাই। বলা যায়, মুম্বই-আহমেদাবাদের সঙ্গে আরও এই তিনটি রুট জুড়ে বুলেট ট্রেনের মাধ্যমে দেশকে চতুর্ভুজের মাধ্যমে জুড়তে ততপর রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

দেশের প্রধান শহরগুলিকে গোল্ডেন চতুর্ভুজ বুলেট রুটের মধ্যে বাঁধার পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতেও দ্রুত গতির এই ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে রেলমন্ত্রীর। এখনও পর্যন্ত মোট ৭টি রুটের উপর সমীক্ষা হয়েছে। এই রুটগুলি হল, দিল্লি-বারাণসী (৮১৩ কিমি), দিল্লি-আহমেদাবাদ (৮৭৮ কিমি), মুম্বই-নাগপুর (৭৬৮ কিমি), মুম্বই-হায়দরাবাদ (৬৭১ কিমি), চেন্নাই-বেঙ্গালুরু-মহীশূর (প্রায়. ৪৩৫ কিমি), দিল্লি-চণ্ডীগড়-অমৃতসর (৪৫৯ কিমি) এবং বারাণসী-হাওড়া (প্রায় ৭৬০ কিমি)।যার মধ্যে রয়েছে তিলোত্তমা। এমনকি হাওড়া স্টেশনের উপর দিয়েও বুলেট ট্রেন নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। বিশ্বমানের প্রযুক্তি-নির্ভর বুলেট ট্রেন যেমন বুলেটের গতিতে ছুটবে, তেমনই ট্রেনটি দেখতেও হবে বিদেশি ট্রেনের মতো। যা দেখলে ভারতীয় ট্রেন বলে মনে হবে না এটি। সোমবারই বুলেট ট্রেনের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুলেট ট্রেনের একটি ভিডিয়ো নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মেরুন-সাদা রঙের ট্রেনটি দেখতে অবিকল বিদেশি ট্রেনের মতো। এর গতি প্রাথমিকভাবে এটি মুম্বই-আহমেদাবাদ রুটে চালু হচ্ছে। মাত্র ২ ঘণ্টাতেই ৫০৮ কিলোমিটার পৌঁছে যাবে এই ট্রেন। ট্রেনের প্রাথমিক গতি ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার। বুলেট ট্রেনের জন্য আলাদা করিডর করা হচ্ছে। যা ২৪টি নদী সেতু, ২৮টি স্টিল ব্রিজ ও ৭টি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যাবে। বুলেট ট্রেন মার্বেল অফ ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভবিষ্যত ভারতের দৃষ্টান্ত বলেও ভিডিয়োতে উল্লেখ করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি ভিডিয়োটির শিরোনামে লিখেছেন, "আমরা স্বপ্নকে বাস্তব পরিণত করি। মোদী-৩.০ জমানা.য় আসছে বুলেট ট্রেন।"

আরামবাগে ফোর লেনের রাস্তা, উত্তরপাড়ায় জলপ্রকল্প, সূচনায় মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাঝে আরামবাগ। এক দিকে কলকাতা ও তারকেশ্বর। অন্য দিকে দুই মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলা ও বর্ধমানে একটা অংশের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধয়ম হল এই রাস্তা। বললেন বাংলার মুখয়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়। অন্যদিকে বিপুল টাকা খরচ করে সিঙ্গুরে তৈরি করা হয়েছে জয়স্তম্ভ। আন্দোলনকারী কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধাঘর্য় জানিয়ে তৈরি হয়েছে এই জয়স্তম্ভ। খরচ হয়েছে ৭ কোটি টাকা। সেই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম পর্ব। সেকথা স্মরণ করেন মমতা। বাংলার মুখয়মন্ত্রী জানিয়েছেন, সিঙ্গুরে জমি নিয়ে আন্দোলনকারী কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে জয়স্তম্ভ তৈরিতে খরচ হয়েচে ৭ কোটি টাকা।সোমবার আরামবাগের কালীপুরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এই রাস্তাটির উদ্বোধন করেন মুখয়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়।এই রাজ্য সড়কটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। যানজট লেগেই থাকত। বাসিন্দাদের রোজকার ভোগান্তি। সেই সঙ্গেই মাঝেমধেয়ই হত দুর্ঘটনা। এবার সেই রাস্তারই আরামবাগ থেকে চাঁপাডাঙা পর্যন্ত ২০ কিমি অংশের মধেয় ১৬ কিমি আরও গতিময় হল।

মুখয়মন্ত্রী জানিয়েছেন, খুব বড় কাজ করে দিয়েছি।

পরিসংখয়ান অনুসারে জানা গিয়েছে, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ১৮-২০ হাজার গাড়ি যাতায়াত করে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছিল। রাস্তাটি আপাতত ১৭ মিটার চওড়া করা হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট ৬১০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। সব মিলিয়ে তিনটি সেতু, একটি উড়ালপুল ও দুটি আন্ডারপাস করা হয়েছে। এই রাস্তা তৈরিতে গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে ৪৮৭ কোটি টাকা।পাশাপাশি উত্তরপাড়ার কোতরঙে দশ একর জমির উপর ১৫৫৬ কোটি টাকায় তৈরি জলপ্রকল্পেরও সূচনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়।

অন্যদিকে আরামবাগ মানেই সবার আগে যেকথাটি মনে আসে সেটা হল ফি বছর বন্যার আতঙ্ক। বন্যায় তলিয়ে যায় বিস্তীর্ণ অংশ। প্রতিবার ভোগান্তির মধেয় পড়েন বাসিন্দারা। তবে এনিয়েও এবার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলার মুখয়মন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জন্য নিম্ন দামোদর অববাহিকায় ২৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছি। হুগলির দামোদর নদ ও মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ তৈরি ও সুদৃঢ় করতে ৬৭২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০৪৪ সংখ্যা ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ বুধবার, ০১ ফাল্গুন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সন্দেশখালির ঘটনায় শিহরিত

সন্দেশখালির ঘটনায় শিহরিত! মঙ্গলবার সন্দেশখালি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করার পর এমনটাই মন্তব্য করলেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি। সন্দেশখালির দু'টি বিষয় নিয়ে তিনি বিচলিত বলেও মন্তব্য করেছেন বিচারপতি অপূর্ব সিংহরায়। বিচারপতি বলেন, "সন্দেশখালির দু'টি ঘটনায় আমি শিহরিত।এর উত্তরে বিচারপতি সিংহরায় বলেন, "আমি কারও কোনও অভিযোগ নিয়ে হস্তক্ষেপ করছি না। শুধুমাত্র মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়েই আমি চিন্তিত। লোকের ৭০০ বিঘা জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা চলতে পারে না। তাই এই পদক্ষেপ নেওয়া। বিচারব্যবস্থা ওই ঘটনার উপর নজর রাখছে।"

বিচারপতি আরও জানিয়েছেন, এ বিষয়ে রাজ্যকে নোটিস জারি করবে হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল। নোটিস জারি করা হবে রাজ্য পুলিশের আইজি, বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজি, জেলার পুলিশ সুপার, জেলাশাসককে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানি।প্রথমত, আদিবাসীদের জমি দখলের অভিযোগ। দ্বিতীয়ত, সেখানকার মহিলাদের মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ধর্ষণ করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আদালত এই মামলা নিচ্ছে।"

সন্দেশখালি নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ করার এটিই সঠিক সময় বলেও জানিয়েছেন বিচারপতি সিংহরায়। তিনি মন্তব্য করেন, "মানুষ রাতে ঘুমোতে যায় এটা ভেবে যে, মাথার উপর আদালত রয়েছে। এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করার এটাই সঠিক সময়।"

সন্দেশখালির ঘটনার মামলায় আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে আদালতবান্ধব হিসাবে নিয়োগ করেছে আদালত। আগামী শুনানিতে সরকারি আইনজীবী দেবাশিস রায়কে এ বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি সিংহরায়।গত ৫ জানুয়ারি ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল সন্দেশখালিতে। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান এবং তাঁর অনুগামীরা। তাঁর বাড়িতেই তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনার পর থেকে পলাতক শাহজাহান। সেই ঘটনার মাসখানেক পর সম্প্রতি আবার উত্তপ্ত হয়েছে সন্দেশখালি। দফায় দফায় সেখানে অশান্তি, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশের ভূমিকা। অশান্তির ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। তাঁদের এক জন তৃণমূলের উত্তর সর্দার। সন্দেশখালিকাণ্ডে নাম জড়ানোর পরেই উত্তমকে সাসপেন্ড করে শাসকদল। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এ ছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহ এবং সন্দেশখালির প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে। সেই আবহেই সন্দেশখালি নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করল কলকাতা হাই কোর্ট।সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন বিচারপতি সিংহরায়। আদালতে তিনি বলেন, "সন্দেশখালিতে যে সব ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে আমি ক্ষুব্ধ। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। এক জন বিচারপতি হিসাবে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আমার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। সেখানে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "অবৈধ উপায়ে আদিবাসীদের জমি নেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি, আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর হতে পারে না। আইন মোতাবেক, একজন আদিবাসী অন্য আদিবাসীকে জমি হস্তান্তর করতে পারেন।" তিনি এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা গ্রহণ করতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করলে সরকারি আইনজীবী জানান, সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী তিনি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু হাই কোর্টের বিচার্য বিষয় বিবেচনা করলে তাঁর এই মামলা গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এই মামলার শুনানি অন্য বেঞ্চে হতে পারে। তা ছাড়া স্বতঃপ্রণোদিত মামলার ক্ষেত্রে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনিই এ ক্ষেত্রে আদালতকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবেন বলেও জানান সরকারি আইনজীবী।

এর উত্তরে বিচারপতি সিংহরায় বলেন, "আমি কারও কোনও অভিযোগ নিয়ে হস্তক্ষেপ করছি না। শুধুমাত্র মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়েই আমি চিন্তিত। লোকের ৭০০ বিঘা জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা চলতে পারে না। তাই এই পদক্ষেপ নেওয়া। বিচারব্যবস্থা ওই ঘটনার উপর নজর রাখছে।"

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই জন্যই তো আপনি আবির্ভূত হলেন।' শিব উত্তরে বললেন, 'আমরা একই সত্ত্বার তিনটি অংশ। আমরা ত্রিধা বিভক্ত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা ও আমি ধ্বংসকর্তা। আমার শরীর থেকে রুদ্র নামে আর এক সত্ত্বার জন্ম হয়েছে। যদিও রুদ্র আর আমি একই সত্ত্বা। ব্রহ্মা, আপনি এবার সৃষ্টিকর্ম শুরু করুন।' এই বলে শিব অদৃশ্য হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের রাজহংস ও বরাহের রূপ পরিত্যাগ করলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিংসার রাজনীতিক গ্রাম গঞ্জে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

রকমের ধান উৎপাদন করছে। তার উৎপাদিত শস্যের বিনিময়ে দেশের অর্থনীতি টিকে আছে। তাহলে সে কি আলোকিত মানুষ নয়? আসলে এর দার্শনিক ব্যাখ্যা কী?মজার ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ কথা বলতে জানে। বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের তফাত এখানেই। মানুষ যখন কথা বলে তার সব কথাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষ কিছু কথা বলে কিছু কথা না বলার জন্য। অর্থাৎ একটা কথা বলবে না বলেই একটা কথা বলছে। তার মানে, মানুষ কথা বলছে কথা বলার জন্য এবং কথা চাপা দেওয়ার জন্য। দু'ভাবেই কথা বলে মানুষ। কাজেই আলোকিত মানুষ ব্যাপারটাও কথা না বলার জন্য একটা কথা। যে শস্য উৎপাদন করে সে তো নিজেই আলোকিত। সে আলো ছড়ায়। তাকে যদি এসব কথা বল, সে শুনে বলবে, তাকে বুঝি ঠাট্টা করা হচ্ছে। বলা উচিত, এমন একটা মানুষ দরকার যে আলো ছড়িয়ে দিতে পারে। যেমন সলিমুল্লাহ খান খুব মজা করে বলেছেন, তাহলে কি আমরা 'লোক' থেকে 'অলৌকিকে' যাব, 'আলো' থেকে 'আলৌকিকে' যাব? আসলে এসব 'আলোকিত মানুষ' একটা উপমা, মেটাফোর। মেটাফোরের অর্থ নানাভাবে করা যায়। আলোকিত লোক ছাড়া সমাজের উন্নতি হবে নাথ এ কথা দিয়ে তো নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না। এসব কথা আমি বলিও না কখনও।তার মানে, সর্বক্ষেত্রে বই মানুষকে আলোকিত করে না?সেটা বলা মুশকিল। বর্তমান আমরা যুব সমাজটা যা দেখছি তাই শিখছি,কি দেখছি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে হিংসা খুনোখুনি অবিচার নোংরামি রাজনীতি ।আর লোক দেখানো অন্যায়ের প্রতিকার এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবিতে যেমন কথাবার্তা চলে, সেই রকম এই অন্যায়ের প্রতিকার অন্বেষণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার নিরন্তর প্রয়াস কথোপকথনের প্রক্রিয়াকে দ্বন্দ্বদীর্ণ করে তোলে। পশ্চিবঙ্গের বর্তমান শাসকরা সদ্য ক্ষমতায় এসেছেন। রাতারাতি চমকপ্রদ কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। জনসাধারণ সে আশাও করে না। কিন্তু নতুন শাসকরা কথোপকথনের এই রাজনীতির সমস্যা এবং প্রতিকূলতার কথা ভেবে রেখেছেন কি?আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গ এক ছোট আকারে হলেও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সমাজের নিচু স্তর থেকে তথাকথিত অল্পশিক্ষিতরা রাজনৈতিক নেতৃত্বে উঠে আসছে। মেয়েদের উৎসাহ জেগেছে ব্যাপক ভাবে। বাঙালি ভদ্রলোকেরা আশাহত। আর এ-ও লক্ষ করার মতো: সাম্প্রতিক কালে বাঙালির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এ রকম ভাবে এক জনের ওপর এত নির্ভর করেনি।আজ নির্ভরতার কারন কি? আমাদের অনেকের কাছে অজানা! আমার নিজের এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে বোধগম্য হয়নি ।তবে বর্তমানের রাজনীতির ইতিহাস লেখাও শক্ত। ইতিহাস লিখতে গেলে যে প্রয়োজনীয় এবং নিরাপদ দূরত্ব লাগে, তার সুযোগ এখানে নেই। পরে ইতিহাসবিদরা তাঁদের কাজ করবেন, কিন্তু রাস্তাঘাটে, সমাবেশে, বৈঠকে সাধারণ বাঙালি ইতিমধ্যে ইতিহাসচর্চা শুরু করে দিয়েছে। দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের স্বরূপ নিয়ে যে যার মতো পরিবর্তনের ইতিহাস সাজাচ্ছেন। এই ইতিহাস নিজেকে জড়িয়ে আমরা যে কাল পেরিয়ে এসেছি, পেরোচ্ছি, আমরা কী করে চালিত, শাসিত হতাম, আর আজ কী করে হব, তার কথাকাহিনি। বর্তমানকে ঘিরে এই ইতিহাসচর্চায় আত্মপ্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। আর যাই হোক , যারা এই বাংলায় নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃত সৃষ্টি করতে চাইছে, তাদের প্রতি অবিচার অন্যায় অত্যাচার সবই হবে। প্রয়োজনে তাদের খুন হতে পারে, আজকের বাংলায় এই হিংসার রাজনীতি চর্চা জর্জরিত। পাওয়ার আশায় যাঁরা অপেক্ষা করে আছেন নতুন এক আরম্ভের জন্য, তাঁদের অবশ্যই অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করতে হবে। দেখতে হবে বোবা করে দেওয়া রক্তঝরা অনেক কঠিন মুহূর্ত। দেশে এবং বিশ্বজুড়ে। কোথাও পেশোয়ারের স্কুলে বাচ্চা ছেলেদের খুন করা হবে ইসলামের নামে তো কোথাও ড্রোন হামলায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই কাজ করবে নিজেদের বাড়িয়ে তোলা মৌলবাদকে ধ্বংস করার নামে। কোথাও জামাতী ইসলামী কাফের এর কল্লা নামাবে বা ইসলামিক স্টেট, বোকো হারাম, আল কায়দা, তালিবানরা গুঁড়িয়ে দেবে সভ্যতার চেনা যাবতীয় ছককে তো কোথাও ঘটানো হবে গুজরাট ২০০২ বা মুসলিম সংখ্যালঘু সংঘারের স্টেট স্পনসর্ড টেররিজম। এর থেকেও বেশি নিজে উপলব্ধি করতে পারবে, নিজের জীবনের প্রতি যে অবিচার অন্যায় অত্যাচার প্রয়োজনে খুন করে দিতে পারে। রাজনীতির এই কুসংস্কার ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার মতন, এমন কোন রাজনীতিবিদ এই বাংলার বুকে আজো পর্যন্ত এসেছে কিনা আমার জানা নেই। এই জঘন্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই রাস্তা পরিবর্তন।আমি রাজনীতির পরিবর্তনের কথা বলছি না। বলছি নিজের আত্মা শুদ্ধিকরণের পরিবর্তন, যে পরিবর্তন করলে মানুষ নিজে থেকে সূতরে যাবে। সেই পরিবর্তন যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণে হিংসার রাজনীতি এই বাংলাতে হয়তো বন্ধ হবে না। আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে আত্ম লোভী মনোভাব নিয়ে, একে অপরের উপরে হিংসার বাতাবরণে ছড়িয়ে দিচ্ছি।

তবে একসময় মনে করা হয়েছিল আমাদের এই সময়টা সামন্ততন্ত্র, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ, কুসংস্কার, অপবিজ্ঞান সহ সমস্ত অধিবিদ্যার দর্শন ও তার যেন বা ক্রম হ্রাসমান সামাজিক প্রভাবকে ধীরে ধীরে পরাভূত করে সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞান মনস্কতা, হেতুবাদী দর্শনের পথে এগিয়ে যাবে। জীবনানন্দের ভাষায় বলতে গেলে "এ পথে আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে"। হতে পারে "সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ," কিন্তু হবে, একদিন হবে। এই স্বপ্নকে ভেঙে দিয়ে বাস্তবে অবশ্য বিপরীত ঘটনাগুলোকেই চোখের সামনে দেখতে দেখতে আমরা বেড়ে উঠলাম। গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে যেন ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গর মধ্যে দিয়ে প্রগতির বিপরীত পথে যাত্রা শুরু হল। বিশ্বজুড়ে এবং আমাদের দেশেও। সোভিয়েত সমাজবাদের পতন হল, বার্লিনের প্রাচীর ধ্বসে পড়ল, ওয়াশিংটন কনসেন্সাস ও বিশ্বব্যাঙ্কু আই এম এফ চালাতে লাগলো কর্পোরেট ঘরানার মুনাফা সর্বস্ব দুনিয়ার অর্থনীতি, ধারা পাল্টালো মাও সে তুং-এর চিনও, ইরান সহ নানাদেশে ইসলামিক বিপ্লব হল, মুক্তিযুদ্ধে জন্ম নেওয়া ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষিত হল ইসলাম আর ভারতে বাবরি মসজিদকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হল, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করল হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে নয় দশক অতিক্রম করা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের রাজনৈতিক মুখ ভারতীয় জনতা পার্টি।সব কিছুই যেন একটা বিভেদের রাজনীতি, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ রাজনীতি। এই ধর্মকে ভিত্তি করে রাজনীতি করতে গিয়ে ভারতবর্ষে সংস্কৃতিকে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি অসুস্থ রাজনীতির থেকে আমরা দূরে সরে চলে যাচ্ছি।বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের থেকে একটু অন্যরকম। সেটা এই লেখার মধ্যে একটু ব্যাখ্যা না দিলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই বাংলার জন্য।

১৯৭৭-এ পশ্চিমবাংলায় যে প্রশাসনব্যবস্থা শুরু হয়, তার কিছু কিছু অভিনব দিক ছিল। সর্বাপেক্ষা অভিনব দিক ছিল সমাজে হিংসা কমানো। এক নতুন বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজ নির্মিত হল নানা দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। স্বল্প কিছু অধিকার সীমিত ভাবে স্বীকৃত হল। ভাগচাষির অধিকার, শ্রমিকের সংগঠনের অধিকার, এই সীমাবদ্ধ অধিকারের অন্যতম ফ্রন্ট ছিল এই রকমই এক শাসনকৌশল। ভোটের অঙ্ক ছাড়াও মিলেমিশে শাসন করার এটা ছিল এক নতুন রীতি। তেমনই দল দিয়ে প্রশাসনকে শক্ত করা ছিল অন্য এক রীতি বা কৌশল। এই সব কৌশল দিয়ে হিংসা প্রশমিত হল। কিন্তু হিংসা নিয়ন্ত্রণের নামে বন্ধ করা হল অন্যায়ের প্রতিকার। বিগত যুগের কোনও অন্যায়ের প্রতিকার হল না। অন্যায়কর্মে যুক্ত আমলা, পুলিশ অফিসার, রাজনীতিবিদ সবারই নতুন সৌরমণ্ডলে স্থান হল। এই নতুন দেওয়া-নেওয়া, শাসনের সম্পদ ভাগাভাগি করে খাওয়া, পান্ডে শেঠ মাস্টার ইত্যাদিদের দিয়ে শাসন বলবৎ রাখা, দাতাগ্রহীতা সম্পর্কে গ্রামবাংলাকে বেঁধে রাখা এ রকম বহু উপায়ে এই নতুন শাসনরীতি আমাদের ওপর চালু হল। শাসন মেনে নাও, চেষ্টা করব যাতে তুমিও কিছু পাও, কিন্তু প্রতিবাদ কোরো না, অধিকারবোধে জেগে উঠো না, তা হলে শাস্তি অনিবার্য এই ভাবে বাংলা চালিত হল। এই বিষবৃক্ষের ফল রাজারহাট, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, জঙ্গলমহলে বহু হত্যা আর নির্বিচার নিপীড়ন। রাজনৈতিক সমাজ নির্মিত হয়েছে, গণতন্ত্র প্রসারিত হয়েছে এই কায়দায়। এই সর্বব্যাপী হিংসাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তো ১৯৭৭-এ পরিবর্তন আসেনি। এ সবের ইতিহাস কেমন ভাবে ২০০৬ থেকে ২০১১ এই পাঁচ বছরের ঘনীভূত সংঘর্ষকালে পরিণত হল, তার জন্য পুরনো বছরগুলোর নানা ঘটনাকে দিকচিহ্ন হিসাবে বুঝতে হবে। ভিখারি পাসওয়ানের অন্তর্ধান হোক আর পটু মুড়ার অনাহার মৃত্যু হোক তার নানা স্বাক্ষর এখনও সমাজে রয়েছে। এই সব ঘটনা নানা দিক থেকে তার পরিণতিসূচক স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, এই সব স্বাক্ষর জনচৈতন্যে আছে। সেই দিকচিহ্নগুলিকে খোঁজার দক্ষতা থাকলে গত তেত্রিশ বছরের শাসনের অকথিত ও অর্ধকথিত ইতিহাস বোঝা যাবে। এটা শুধু বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় নয়। গণতন্ত্রের একটা বড় দিক তার আত্মচৈতন্য।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

রিচার ঘরে আসছে নতুন অতিথি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড নায়িকাদের সংসারে একের পর এক নতুন অতিথি আসার সুখবর শোনা যাচ্ছে। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন রিচা চাড্ডা। রিচা ও তার স্বামী নায়ক আলি ফজল দুই থেকে তিন হতে যাচ্ছেন।

৯ ফেব্রুয়ারি সকালে ইনস্টাগ্রামে রিচার স্বামী আলি ফজল নিজেই এমন সুখবর দিয়েছেন। দুটি ছবি পোস্ট করেছেন আলি। একটিতে রিচাকে মুগ্ধ চোখে দেখছেন তিনি। আর অন্যটিতে দুজন থেকে তিনজন হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এ দুটি ছবি পোস্ট করে আলি লিখেছেন, 'আমাদের দুজনের পৃথিবীতে এক মৃদু হৃদস্পন্দন সবচেয়ে বড় শব্দ হয়ে আসছে।' আলি ফজল ও রিচা চাড্ডা ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে বিয়ে করেন।

তবে ২০২০ সালে তাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে বিয়ের অনুষ্ঠান পিছিয়ে যায়। দুবছর পর ঘর বাঁধেন তারা। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান।

রিচা ও আলির প্রেমকাহিনি ঘিরে তাদের ভক্তদের মাঝে ব্যাপক কৌতূহল ছিল। তাদের প্রেমকাহিনি ঠিক যেন রূপকথার গল্পের মতো- কেউ কেউ এমনটাও বলেছেন।

জানা গেছে, ২০১২ সালে 'ফুকরে' সিনেমার শুটিংয়ের সময় প্রথমবার রিচা-আলি একে অপরের মুখোমুখি হন। প্রথম দেখাতেই নাকি তারা হৃদয় বিনিময় করেছিলেন।

২০১২ সালে প্রথম দেখা হলেও তাদের প্রেমকাহিনির শুরু এর কয়েক বছর পরে। ২০১৫ সালে ওই তারকা জুটি 'ডেট' করা শুরু করেন বলে জানা যায়। কিন্তু সম্পর্কের কথা রীতিমতো গোপন রাখেন। শোনা যায়, প্রেম নিবেদনের জন্য 'আই লভ ইউ'

প্রথম বলেন রিচাই।

নায়িকার সঙ্গে তার বাড়িতে বসে 'চ্যাপলিন' দেখছিলেন আলি। সে সময় হঠাৎ আলিকে প্রেম নিবেদন করেন রিচা। প্রথম 'আই লভ ইউ' বললেও বিয়ের প্রস্তাব প্রথম দেন আলি। প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য মালদ্বীপে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন নায়ক। তারপর হাঁটু মুড়ে রিচার হাত ধরে আলি বিয়ের প্রস্তাব দেন।

শহিদ-কৃতির দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই সিনেমা মুক্তি পেয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মুক্তি পেল বলিউড তারকা শহিদ কাপুর এবং কৃতি শ্যাননের ‌ওতেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়াঽ সিনেমাটি। ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে মুম্বইয়ে এ সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ অনুষ্ঠানে অন্যান্য তারকার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শহিদের স্ত্রী মীরা রাজপুতও। স্ক্রিনিংয়ের পরেই নিজের ইনস্টাগ্রামে সিনেমার প্রথম রিভিউ প্রকাশ করলেন শহিদের স্ত্রী।

মীরা রাজপুত বলেন, সিনেমাটিকে 'কমপ্লিট লাফটার রায়ট' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে আরও জানান, 'এন্টারটেনমেন্ট ওভারলোডেড'।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মীরা লিখেছেন, 'ভালোবাসা, হাসি, আনন্দ, নাচ এবং শেষে মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তা।' এর পাশাপাশি অবশ্য কৃতি শ্যাননের প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ শহিদের স্ত্রী। তিনি বলেন, 'সেরা উপযুক্ত'।

এরপর মীরার কথায় উঠে আসে স্বামীর অভিনয়ের কথাও। শহিদের অভিনয় প্রসঙ্গে মীরা লেখেন, 'দ্য ওজি লাভার বয়। তুমি আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছো।'

'তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া' হলো রোমান্টির ড্রামা। এ সিনেমা গল্প শহিদ কাপুরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে। যিনি তার পরিবারের সঙ্গে কৃতির আলাপ করান। তবে শহিদ কাপুর অভিনীত চরিত্রটি জানেন না যে, যার প্রেমে তিনি পড়েছেন, তিনি আসলে রোবট।

এ সিনেমার হাত ধরে পরিচালনায় হাতেখড়ি হয়েছে পরিচালক অমিত জোশি এবং আরাধনা শেঠের। জানা গেছে, এ সিনেমার ঘনিষ্ঠ কিছু দৃশ্য কেটে দিয়েছে ভারতীয় সেন্সর বোর্ড। ফলে সিনেমার দৈর্ঘ্য ২৫ শতাংশ কমে গেছে।

২২৪ কোটির সম্পত্তি সিনেমা ছাড়া ক্যাটরিনা আরও যেসব উৎস থেকে আয় করেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দর্শকপ্রিয় নায়িকা ক্যাটরিনা কাইফ বলিউড চলচ্চিত্রে প্রায় দুদশক কাটিয়ে দিয়েছেন। ২০০৫ সালে 'ম্যায়নে পেয়্যার কিউঁ কিয়া' সিনেমার মাধ্যমে তিনি সবার নজরকাড়েন।

ক্যাটরিনা নিজের পরিশ্রম আর যোগ্যতা দিয়ে বলিউডে নিজের স্থান পাকাপোক্ত করেছেন। 'ওয়েলকাম', 'পার্টনার', 'নিউ ইয়র্ক', 'এক থা টাইগার' ক্যাটরিনার ক্যারিয়ারের ঝুলিতে ব্যবসাসফল অনেক সিনেমা রয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, পারিশ্রমিকের দিক দিয়েও ক্যাটরিনা অনেককেই পেছনে ফেলেছেন। ক্যাটরিনাকে নায়িকা হিসেব নেওয়ার আগে প্রযোজক-পরিচালকদের কিছুটা চিন্তা-করতে হয়।

গত কয়েক বছর ধরে ক্যাটরিনার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২২৪ কোটি রুপি। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৯৫ কোটি টাকারও বেশি। ক্যাটরিনা বার্ষিক যত অর্থ আয় করেন, তার বেশির ভাগেরই উৎস সিনেমা। কিন্তু সেটিও একমাত্র নয়। অভিনয় ছাড়া আরও ক্যাটরিনা অনেক কাজ করেন। যেখান থেকেও তিনি বিপুল পরিমাণ আয় করেন।

ক্যাটরিনার প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান 'কে বিউটি'র কথা অনেকেরই জানা। এ প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালে প্রথম বাজারে তাদের কার্যক্রম শুরু করেন। ২০২২ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ১০০ কোটি রুপি অর্থ আয় করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

ক্যাটরিনা নিজের প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়েও সম্প্রতি অন্য একটি সংস্থায় বিনিয়োগ করেছেন। সেখান থেকেও বছরে বিপুল পরিমাণ অর্থ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়। এ ছাড়া ইনস্টাগ্রামে অন্যান্য সংস্থার হয়ে প্রচারও করেন ক্যাটরিনা।

প্রচারণামূলক কাজের জন্য ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নেন ক্যাটরিনা। বেশ কিছু বড় প্রতিষ্ঠানের মডেল হিসেবে ক্যাটরিনা কাইফ কাজ করছেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে ৬ থেকে ৭ কোটি রুপি পান তিনি।

তৈমুর বড় হয়ে কী হতে চায়, জানালেন সাইফ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি সাইফ আলি খান এবং কারিনা কাপুরের দুই সন্তান তৈমুর এবং জেহ। সাইফ আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি চান তার ছেলে-মেয়েও বলিউডের গ্ল্যামার জগতে কাজ করুক। যদিও ছোট ছেলে তৈমুরকে নিয়ে সম্প্রতি অন্য কথা জানিয়েছেন।

এক সাক্ষাৎকারে তৈমুর প্রসঙ্গে সাইফ জানিয়েছেন, বলিউডের গ্ল্যামারের নয় বরং তৈমুরের পছন্দ একটু আলাদা। খেলা আর মিউজিকের প্রতি বিশেষ আগ্রহ তার। তৈমুর লিড গিটারিস্ট বা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব হতে চায়। তার ইচ্ছা আর্জেন্টিনায় গিয়ে ফুটবল খেলোয়াড় হওয়ার।

কারিনা বলেন, 'তৈমুর মনে হয় না অভিনয় করতে চায়'। তখন সাইফ তৎক্ষণাৎ বলেন, 'ও ফুটবল প্লেয়ার হতে চায়। তবে গিটার বাজানোর প্রতিও ঝোঁক রয়েছে'। এরপরই কারিনা ফাঁস করলেন, 'লিওনেল মেসি হতে চায় তৈমুব্র। তখনই স্ত্রীয়ের কথায় সায় দিয়ে সাইফ জানান, ‌ওও তো চায় আর্জেন্টিনা চলে যেতে। যাতে মেসির মতো ভালো ফুটবলার হতে পারে।'

সাইফ আলি খানের মোট চার সন্তান। তার প্রথম পক্ষে স্ত্রী অমৃতা সিং এবং তার একটি ছেলে, একটি মেয়ে। সারা আলি খান এবং ইব্রাহিম আলি খান হলেন তাদের সন্তান। অন্যদিকে, কারিনা এবং সাইফের দুই ছেলে হলো তৈমুর এবং জেহ।

নিসারকে ফিরিয়ে

টেস্ট দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : থমকে যাওয়া টেস্ট ক্যারিয়ারে নতুন গতি দেওয়ার সুযোগ পেলেন মাইকেল নিসার। নিউজিল্যান্ড সফরের অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলে জায়গা পেলেন ৩৩ বছর বয়সী এই পেসার। তাকে অবশ্য এখন শুধু পেসার না বলে পেস বোলিং অলরাউন্ডার বলাই ভালো। ব্যাট হাতে যে এখন ধারাবাহিকভাবেই পারফর্ম করছেন তিনি! চলতি শেফিল্ড শিল্ডেই যেমন বল হাতে তিনি একদমই নিষ্প্রভ। ৬ ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়েছেন পঞ্চাশের বেশি গড়ে। তবে ব্যাটিংয়ে ১ সেঞ্চুরি ও ২ ফিফটিতে ৩৫৪ রান করেছেন ৩৯.৩৩ গড়ে। গত মৌসুমে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপেও তার ব্যাটে ছিল রানের ধারা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সাড়ে তিন হাজারের বেশি রান হয়ে গেছে তার ৫ সেঞ্চুরি ও ১৭ ফিফটিতে। তবে ব্যাটিংয়ের কারণে নয়, নিউজিল্যান্ড সফরের দলের তাকে নেওয়া হয়েছে বোলিংয়ের ভাবনা থেকেই। তার আঁটসাঁট লাইন-লেংথ আর ছোট ছোট সুইং নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশনে কার্যকর হতে পারে বলেই মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান জর্জ বেইলি।

যদিও খেলার সুযোগ পেতে নিসারকে অপেক্ষা করতে হবে অন্যদের চোটাঘাত বা বিশ্রামের ওপর। অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের সঙ্গে অন্য দুই মূল পেসার মিচেল স্টার্ক ও জশ হেইজেলউড তো আছেনই। বাড়তি পেসার হিসেবে নিসার ছাড়াও আছেন স্কট বোল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এখনও পর্যন্ত দুটি টেস্ট খেলতে পেরেছেন নিসার। ২০২১ ও ২০২২ সালে দুটি টেস্টেই তিনি খেলতে পেরেছিলেন কোভিড প্রটোকলের কারণে কামিন্স খেলতে না পারায়। ২ টেস্টে উইকেট নিয়েছিলেন ৭টি। ২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত অবশ্য টেস্ট স্কোয়াডে নিয়মিত মুখই ছিলেন তিনি। তবে গত বছর কাউন্টিতে গ্ল্যামরগনের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করার পরও অ্যাশেজ স্কোয়াডে জায়গা পাননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে চোট পাওয়া ল্যান্স মরিস ছিটকে গেছেন টেস্ট স্কোয়াড থেকে। তবে জর্জ বেইলি জানিয়েছেন, নিউ জিল্যান্ডের কন্ডিশনে গতিময় এই পেসারকে এমনিতেই বাইরে রাখা হতো।

দুই ম্যাচের সিরিজের জন্য ১৪ জনের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। বাড়তি ব্যাটসম্যান হিসেবে টিকে গেছেন ম্যাট রেনশ। অ্যালেক্স কেয়ারি ছাড়া বাড়তি কোনো কিপার ও ন্যাথান লায়ন ছাড়া বাড়তি স্পিনার নেই। যেহেতু দূরত্ব বেশি নয়, জরুরি প্রয়োজনে যে কাউকে দ্রুত উড়িয়ে আনা যাবে বলেই তাদের এমন সিদ্ধান্ত। ম্যাচের আগে শেষ মুহূর্তে কেয়ারি বা লায়নের কেউ চোটে পড়লে অবশ্য বিপাকে পড়তে হবে দলকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে বদলে যাওয়া ব্যাটিং লাইন আপ থাকছে নিউ জিল্যান্ড সফরেও। স্টিভেন স্মিথ থাকবেন ওপেনিংয়েই। ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে ৩ ইনিংসে মাত্র ৬৪ রান করা ক্যামেরন গ্রিনের ওপর আস্থা রাখা হচ্ছে চার নম্বরে। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ সিরিজটির প্রথম ম্যাচ ওয়েলিংটনে ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে, পরেরটি ক্রাইস্টচার্চে ৮ মার্চ থেকে। অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দল: প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স কেয়ারি, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হেইজেলউড, ট্রাভিস হেড, উসমান খাওয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, ন্যাথান লায়ন, মিচেল মার্শ, মাইকেল নিসার, ম্যাট রেনশ, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক।

তিন সংস্করণেই ম্যাচ খেলার সেঞ্চুরি ওয়ার্নারের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঝড়ের শুরুটা করেছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। শততম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা এই ওপেনারের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে পাহড়সম সংগ্রহ পায় অস্ট্রেলিয়া। তবে জবাবে উইন্ডিজও কম যায়নি। রানের পাহাড় গড়েছে তারাও। তবে অল্পের জন্য হার মানতে হলো ক্যারিবীয়দের।

সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে গতকাল শুক্রবার ১১ রানে জয় তুলে নিয়েছে অজিরা। হোবার্টে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ২১৩ রান সংগ্রহ করে স্বাগতিকরা। জবাবে দারুণ শুরু পর মাঝে খেই হারিয়ে ফেলে সফরকারীরা। শেষদিকে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেটে ২০২ রান তুলতে পারে তারা।

টেস্ট আর ওয়ানডেতে আগেই ম্যাচ খেলার সেঞ্চুরি করেছিলেন ওয়ার্নার। এবার ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম সংস্করণেও ম্যাচ খেলার শতক করলেন এই ওপেনার। তাতে ইতিহাসের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে তিন সংস্করণের ক্রিকেটেই ম্যাচ খেলায় তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন ওয়ার্নার।

শুক্রবার হোবার্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে নেমেই এই এলিট ক্লাবে যোগ দিয়েছেন ওয়ার্নার। তিন সংস্করণেই ১০০ ম্যাচ খেলার রেকর্ড এর আগে ছিল শুধু রস টেলর ও বিরাট কোহলির।

তিন সংস্করণেই ম্যাচ খেলার শতক স্পর্শ করা প্রথম খেলোয়াড় ছিলেন টেলর। ২০২০ সালে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ছিল তাঁর শততম। এর আগেই টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডেতে ১০০ ম্যাচ খেলার কীর্তি গড়েছিলেন তার।

কোহলিও অবশ্য ওয়ার্নারের মতোই টি-টোয়েন্টি দিয়ে 'ত্রিশতক'-এর মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন। ২০২২ সালের আগস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে শততম টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমেছিলেন তিনি।

২০০৯ সালে ডেভিড ওয়ার্নারের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল টি-টোয়েন্টি দিয়েই। প্রথম শ্রেণির কোনো ম্যাচ না খেলেই অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল তার। ১৫ বছর পর শুক্রবার শততম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেললেন তিনি।

নিজের শততম টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমে রীতিমতো ঝড় তোলেন এই ওপেনার। ৩৬ বলে ৭০ রানের ইনিংসের গড়েন এই ওয়ার্নার।

এবার ইনজুরিতে শ্রেয়াস আইয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পারিবারিক কারণে হায়দরাবাদ ও বিশাখাপত্তনম টেস্টে খেলতে পারেননি বিরাট কোহলি। রাজকোট ও রানচি টেস্টেও খেলবেন না তিনি। কেএল রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা ইনজুরির কারণে দ্বিতীয় টেস্ট মিস করেছেন। তৃতীয় টেস্টে তাদের ফেরার সম্ভাবনা প্রবল। তবে তা নিশ্চিত নয় এখনও। ওদিকে রাজকোট টেস্টে বিশ্রামে থাকতে পারেন জাসপ্রিত বুমরাহ। এর মধ্যে আবার ইনজুরিতে পড়েছেন ভারতের মিডল অর্ডার ব্যাটার শ্রেয়াস আইয়ার। নিতম্বের পুরনো ব্যথায় ভুগছেন তিনি। ডানহাতি এই ব্যাটার তৃতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন কিনা নিশ্চিত নয়। সংবাদ মাধ্যম ক্রিকবাজ জানতে পেরেছে, ভারতের ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি থেকে চিঠি দিয়ে ক্রিকেট বোর্ডকে আইয়ারের ইনজুরির বিষয়ে জানানো হয়েছে। রাজকোট টেস্টে তার খেলা না খেলার বিষয়ে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট বৈঠকে বসবে। আইয়ার গত বছরের আইপিএলের আগে বড় ইনজুরিতে পড়েন। পুরো আইপিএল মৌসুম মিস করেন তিনি। বিশ্বকাপের আগে আগে ইনজুরি কাটিয়ে দলে ফেরেন। বিশ্বকাপে বেশ ভালো খেলেছেন তিনি। কিন্তু পুরনো ইনজুরির থেকে পুরোপুরি রেহাই মেলেনি তার।

'ধোঁকা' খেয়ে এবার

আর্জেন্টিনার ম্যাচই বাতিল করে দিলো চীন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হংকংয়ে ক্লাব-ফ্রেন্ডলি ম্যাচে গত ৪ ফেব্রুয়ারি মুখোমুখি হয়েছিল ইন্টার মিয়ামি। সেই ম্যাচে ১ মিনিটের জন্যও খেলতে নামেননি লিওনেল মেসি। অথচ বিশ্বকাপজয়ী এই আর্জেন্টাইনের খেলা দেখার জন্যই গ্যালারিতে ভিড় করছিলেন হাজার হাজার দর্শক। কেউ মেসির জার্সি নম্বর সম্বলিত জামা, কেউ শুধু মেসির জার্সি-নম্বর ১০ নিয়ে আসছিলেন। খেলা শুরুর আগেই তারা 'মেসি মেসি' বলে চীৎকার করছিলেন। অথচ সব দর্শককে এক রকম ধোঁকাই দিলেন মিয়ামি কোচ। মেসির সঙ্গে মিয়ামির আরেক তারকা লুইস সুয়ারেজকেও খেলাননি তিনি।

মিয়ামি কোচের 'ধোঁকা' খাওয়ার পর এবার সতর্ক অবস্থান নিয়েছে চীন। আগামী মাসে হ্যাংজুতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আর্জেন্টিনার দুটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বাতিল করে দিয়েছে সেখানকার স্পোর্টস ব্যুরো। এসব ম্যাচে অধিনায়ক হিসেবে খেলার কথা ছিল মেসির।

মার্চের ১৮ থেকে ২৬ তারিখের মধ্যে এসব ম্যাচ হওয়ার কথা। এর মধ্যে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ নাইজেরিয়ার বিপক্ষে, হ্যাংজুতে। আরেকটি ম্যাচ আইভরি কোস্টের বিপক্ষে, বেইজিংয়ে। গতকাল শুক্রবার দুটি ম্যাচই বাতিল করে দিয়েছে চীনের কর্তৃপক্ষ।

ম্যাচ বাতিল সংক্রান্ত এক বিবৃতিতে হ্যাংজুর স্পোর্টস ব্যুরো বলেছে, 'কারণগুলো সবারই জানা যে, আমরা তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জেনেছি, ম্যাচটি আয়োজনের ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যা হয়েছে। প্রস্তুতি ভালোভালো নেওয়া যায়নি। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ম্যাচটি বাতিল করা হবে।'

আইভরি কোস্টের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে একই ধরনের কথা বলেছে দেশটির মুখপাত্র অ্যানি-ম্যারি এন'গুসেন। ম্যাচ আয়োজন না করার বিষয়ে গতকালই বার্তা সংস্থা এপিকে এক কথা জানানো হয়েছে।

এর আগে মেসি না খেলায় দুঃখ প্রকাশ করেছে ইন্টার মিয়ামি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে পাঠানো এক বিবৃতিতে ক্লাবটি বলেছে, 'আমাদের দৃঢ় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও (আমরা তাদের খেলাতে পারিনি)। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, রোবারের ম্যাচে লিওনেল মেসি এবং লুইস সুয়ারেজের অনুপস্থিতিতে সবাই হতাশ হয়েছে। আমরা দুঃখিত যে দুই খেলোয়াড় অংশ নিতে পারেনি।'

'আমরা এটাও স্বীকার করি যে, দেরিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের হংকং সমর্থক ও ইভেন্ট আয়োজক টেটলার এশিয়ার মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেছে। আমরা এটা প্রকাশ করার প্রয়োজন মনে করি যে, দুর্ভাগ্যবশত ইনজুরি খেলার একটি অংশ, আমাদের খেলোয়াড়ের স্বাস্থ্যকে সবার আগে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।'

মিয়ামি বিবৃতিতে আরও জানায়, 'ফুটবলে খেলোয়াড়রা ইনজুরি হন এবং এটি কারও দোষ নয়। এটি সুন্দর খেলার একটি অংশ যা নিষ্ঠুর এবং এই উপলক্ষ আমাদের হংকং সফরকে প্রভাবিত করেছে। যেহেতু আমরা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে নেতিবাচক মন্তব্য গ্রহণ করতে থাকি, আমরা এই ধরনের খেলার ইনজুরির বাস্তবতার বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করাটা বাধ্যমূলক বলে মনে করি।'

ফিরলেন রোনালদো, হারলো আল নাসর

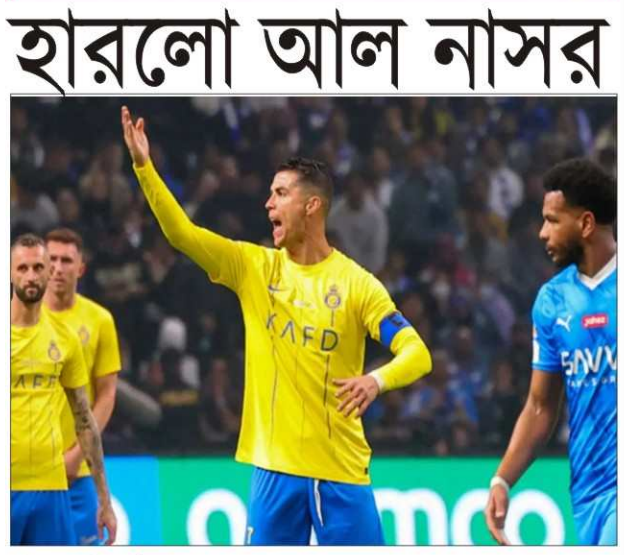

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিংডম অ্যারেনায় বৃহস্পতিবার রাতে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আল নাসর ও আল হিলাল। ইনজুরি কাটিয়ে এই ম্যাচে ফিরেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে তার ফেরার ম্যাচে জয় পায়নি আল নাসর। হেরে গেছে ২-০ গোলে।

এদিন ম্যাচের ১৭ মিনিটে এগিয়ে যায় আল হিলাল। এ সময় মিলিনকোভিচ-সাভিচ ডান পায়ের শটে বল জালে জড়ান। তাকে গোলে সহায়তা করেন সৌদ আব্দুলহামিদ।

৩০ মিনিটের মাথায় ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সালেম আল দাওসারি। ম্যালকমের বাড়িয়ে দেওয়া বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের শটে জালে পাঠান তিনি। এই দুটি গোল বাকি সময়ে অবশ্য আর শোধ দিতে পারেনি আল নাসর। আর আল হিলালও ব্যবধান আর বেশি বাড়াতে পারেনি।

উয়েফা নেশন্স লিগ: গ্রুপ অব ডেথে ইতালি-ফ্রান্স-বেলজিয়াম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৪-২৫ উয়েফা নেশন্স লিগে একই গ্রুপে পড়েছে বিশ্বকাপ রানার্স-আপ ফ্রান্স, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ইতালি এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে সাবেক শীর্ষ দল বেলজিয়াম। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো শীর্ষ টায়ারে উন্নীত হওয়ার কারণে দিদিয়ের দেশমের ফ্রান্সের সঙ্গে গ্রুপ এ-২ এর চতুর্থ দল হিসেবে খেলবে ইসরায়েল।

অন্যদিকে ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড ও সার্বিয়ার সঙ্গে গ্রুপ পর্বে অন্যতম ফেবারিট হিসেবে মাঠ নামবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেন।

গত বছর ফাইনালে স্পেনের কাছে পরাজিত ক্রোয়েশিয়া গ্রুপ এ-১ এর সাবেক বিজয়ী পর্তুগাল, পোল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মোকাবিলা করবে। ইউরো ২০২৪ আয়োজক জার্মানি গ্রুপ এ-৩'তে নেদারল্যান্ডস, হাঙ্গেরি ও বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনার মুখোমুখি হবে।

লিগ বি'তে রেলিগেটেড হওয়া গ্যারেথ সাউথ গেটের ইংল্যান্ড গ্রুপ পর্বে আয়ারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড ও গ্রিসের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবে। বড় দূরত্বে দলগুলোর যাত্রা সীমিত রাখার উয়েফা আইনের অধীনে এই দলগুলো কাজাকিস্তানের সঙ্গে একই গ্রুপ এড়াতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রুপ বি-৪'এ ওয়েলসের প্রতিপক্ষ আইসল্যান্ড, মন্টিনেগ্রো ও তুরস্ক।

প্রতিটি লিগে চারটি দল ৪ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশ নেবে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লিগ-ডি। এখানে মোট ৬টি দল দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে খেলবে। ইউক্রেন আগ্রাসনের কারণে রাশিয়া এখনও নিষিদ্ধ।

আগামী ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর মধ্য নভেম্বরে গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ হবে।

নেশন্স লিগের ড্র :

লিগ এ

গ্রুপ এ১ : ক্রোয়েশিয়া, পর্তুগাল, পোল্যান্ড, স্কটল্যান্ড

গ্রুপ এ২ : ইতালি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইসরায়েল

গ্রুপ এ৩ : নেদারল্যান্ডস, হাঙ্গেরি, জার্মানি, বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা

গ্রুপ এ৪ : স্পেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া

লিগ বি

গ্রুপ বি১ : চেক প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন, আলবেনিয়া, জর্জিয়া

গ্রুপ বি২ : ইংল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, গ্রীস

গ্রুপ বি৩ : অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, স্লোভেনিয়া, কাজাকিস্তান

গ্রুপ বি৪ : ওয়েলস, আইসল্যান্ড, মন্টিনেগ্রো, তুরস্ক

লিগ সি

গ্রুপ সি১ : সুইডেন, আজারবাইজান, স্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া

গ্রুপ সি২ : রোমানিয়া, কসোভো, সাইপ্রাস, লিথুনিয়া/জিব্রালটার

গ্রুপ সি৩ : লুক্সেমবার্গ, বুলগেরিয়া, নর্দান আয়ারল্যান্ড, বেলারুশ

গ্রুপ সি৪ : আর্মেনিয়া, ফারো আইসল্যান্ড, নর্থ মেসিডোনিয়া, লাটভিয়া

লিগ ডি

গ্রুপ ডি১ : লিথুনিয়া/ জিব্রালটার, সান মারিনো, লিখেনস্টেইন

গ্রুপ ডি২ : মলদোভা, মাল্টা, অ্যান্ডোরা।

জয়ে ফিরল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় হোঁচট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টের ফাইনাল রাউন্ডের বাছাইপর্ব চলছে। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে শুক্রবার জয় পেয়েছে ব্রাজিল। স্বাগতিক ভেনেজুয়েলা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে ২-১ গোল জিতেছে তারা। তবে আর্জেন্টিনা বাছাইপর্বের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা দল প্যারাগুয়ে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে ৩-৩ গোলের সমতা করেছে। এ নিয়ে তরুণ আলবিসেলেস্তেরা দুই ম্যাচেই জয়হীন থাকল। এতে তাদের প্যারিস অলিম্পিকে খেলার পথও কঠিন হয়ে গেছে। ফাইনাল রাউন্ডের শেষ ম্যাচে ব্রাজিলকে হারানো ভিন্ন পথ খোলা নেই হ্যাভিয়ের মাশ্চেরানোর দলের। প্যারাগুয়ে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে হেরে ব্রাজিল ফাইনাল রাউন্ডের বাছাইপর্ব শুরু করে। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের ৫৭ মিনিটে লিড নেয় তরুণ সেলেসাওরা। কিন্তু ১০ মিনিট পরে সমতায় ফেরে স্বাগতিকরা। ৮৮ মিনিটে ব্রাজিল দ্বিতীয় গোল করে জয় তুলে নেয়। আর্জেন্টিনা তাদের প্রথম ম্যাচে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ড্র করেছিল। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে আটকে যাওয়ায় বিপদে পড়েছে তারা। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দল মুখোমুখি হবে। ওই ম্যাচে ব্রাজিল জিতলে প্যারিস অলিম্পিকে জায়গা করে নেবে। ড্র করলেও থাকবে সুযোগ। তবে আর্জেন্টিনা ড্র করলে বিদায় নিতে হবে। প্যারিস অলিম্পিকে ফুটবল ইভেন্টের টিকিট একপ্রকার হাতে পেয়ে গেছে প্যারাগুয়ে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR